**সিভিল সার্জনদের গাড়ি এবং জেলা-উপজেলা হাসপাতালসমূহের**

**এ্যাম্বুলেন্স বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৫ চৈত্র ১৪১৭, ২৯ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

জেলা ও উপজেলা পর্যায়সহ সর্বস্তরের চিকিৎসকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রাম-বাংলায় পৌঁছে দেয়ার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর। আমাদের মহা সংগ্রামের ইতিহাস। যার সূচনা হয় ভাষা আন্দোলন দিয়ে। এতে আমাদের স্বাজাত্যবোধের নব উন্মেষ ঘটে। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বায়ত্বশাসন। স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ। দুই যুগের বেশি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সাধনা ও মুক্তিযুদ্ধ। সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। আমরা পাই একটি স্বাধীন ভূখন্ড। একটি জাতীয় পতাকা। একটি জাতীয় সঙ্গীত।

এই পুরো আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি বাঙালি জাতিকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র সংগ্রামে পৌঁছে দেন। ৭ই মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণে তারই স্ফূরণ ঘটে। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা ‘রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।' আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি এই ক্ষণজন্মা পুরুষ, বিশ্ব বরেণ্য নেতা, আমাদের পরম গর্ব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বহু চিকিৎসক সহ ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা।

সুধিমন্ডলী,

জাতির জনক স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো শুরু করেন। সংবিধানে জনগণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষার সংস্থানের পাশাপাশি চিকিৎসাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেন। দেশের প্রতিটি থানায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করেন। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। চিকিৎসকদের পদমর্যাদা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকা কালে চিকিৎসকদের জন্য নন-প্রাকটিসিং এলাউন্সের ব্যবস্থা করেন। এভাবেই তিনি প্রতিটি খাতে দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির ঘাতকরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

 বঙ্গবন্ধুর আদর্শের দল আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই জনগণ কিছু পেয়েছে। আমরা ছিয়ানব্বই সালে দেশের হাসপাতালগুলোতে ৭ হাজার শয্যা বৃদ্ধি করি। প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ  নেই। বিএনপি-জামাত জোট সরকার এসে ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। গ্রামের জনগণ বেসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষা নয়, লুটপাট করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

'৯৬ সময়ে চার হাজার নবীন চিকিৎসক চাকুরী পায়। দুই হাজারের বেশি চিকিৎসক পদোন্নতি পায়। আমরা চিকিৎসা যন্ত্রপাতির উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করি। ফলে বেসরকারি খাতে হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সুধিমন্ডলী,

এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা আবার স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজাতে শুরু করি। প্রায় ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করেছি। এ জন্য কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন সাড়ে তের হাজার কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন সুবিধা প্রতিটি গ্রামে পৌঁছানো হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,৭৮০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ওয়েব বেইজড সমন্বিত ডাটাবেইজের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা তথ্য প্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু করেছি। ইতোমধ্যে ২০৬টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। আরো ৯৭টিতে শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে।

১৭টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

হাসপাতালগুলোতে ইমার্জেন্সি সেবার মান বাড়ানো হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে ইউরোলজি বিভাগ খোলা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে করোনারী কেয়ার ইউনিট স্থাপন ও হার্ট সার্জারীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা হাসপাতালগুলোতে সেবার মান বাড়ানো হচ্ছে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল সহ ৪২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। যশোর মেডিকেল কলেজ সহ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ১৩টি নতুন প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে। আরো ৪টি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

বেসরকারী পর্যায়ে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, তিনটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং ৪০টির বেশি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

নার্সের অভাব পূরণে নবনির্মিত ১১টি নার্সিং ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। ৩টি নতুন নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। ৩টি নতুন নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করা হচ্ছে। বিএসসি-ইন-নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। নার্সদের চাকুরী তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

নবনির্মিত ৩টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বন্ধ টেকনোলজি স্কুলগুলো চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে ইতোমধ্যে প্রায় ৫২ হাজার জনশক্তি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে পাঁচ হাজার চিকিৎসক, ১,৭৪৭ জন নার্স এবং ৬,৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারী। শীঘ্রই আরো পাঁচ শতাধিক চিকিৎসক, পাঁচ হাজার নার্স এবং ১৪ হাজার স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ দেয়া হবে। বিভিন্ন শ্রেণির ২,৬৬৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাড়ে তিন হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। একাডেমিক পদে পদোন্নতি পদ্ধতি সহজীকরণ করা হচ্ছে। ইন্টার্নি চিকিৎসকদের ভাতা ৬,৫০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

৩৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম চালু করা হয়েছে। এতে দরিদ্র নারীদের নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ত্রিশ হাজারের বেশি নারী এই ভাউচার সুবিধা পেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই জন্য ৪৮৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। সরকার ১২ বিঘা জমি দিয়েছে। আপনারা গবেষণা করুন। রোগীরা যাতে কম খরচে চিকিৎসা পেতে পারে তার উপায় বের করুন। রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ যাতে না হয় সেই লক্ষ্যে কাজ করুন।

সুধিমন্ডলী,

এ দুই বছরে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের অর্জন অনেক। এ জন্য দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জিত হয়েছে। আমরা গত বছর জাতিসংঘ এমডিজি এওয়ার্ড পেয়েছি। শিশু মৃত্যু হার হ্রাস সংক্রান্ত এমডিজি-৪ অর্জন করায় এ পদক পেয়েছি।

আমরা এমডিজি-৫ এবং এমডিজি-৬ অর্জনেও জাতিসংঘ পদক পেতাম। কারণ, আমরা মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে এমডিজি-৫ এর লক্ষ্যের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছি। যক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া ও এইচআইভি-এইডস দমনে এমডিজি-৬ এর লক্ষ্যের চেয়ে এগিয়ে আছি। কিন্তু আপনারা জানেন, জাতিসংঘ একটা দেশকে একটাই পদক দিয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য নবজাতক, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যক্ষা, কুষ্ঠ  ও ম্যালেরিয়া নির্মূল করা। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স সহ প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীকে নতুন উদ্যমে কাজ করতে হবে।

আগামী জুলাই থেকে স্বাস্থ্যখাতের নতুন সেক্টর কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়নে সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

অপুষ্টি সমস্যার সমাধানে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমকে ১২৩টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

আমরা মিডওয়াইফারি সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছি। এতে গ্রামাঞ্চলে মানসম্মত প্রসূতি সেবা নিশ্চিত হবে। ইতোমধ্যে ৩,০০০ মিডওয়াইফ তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান নিশ্চিতের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

মানসম্মত ঔষধ উৎপাদন নিশ্চিত করতে ঔষধ প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

স্বাস্থ্যসেবাকে অধিক কার্যকর ও টেকসই করার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষা ও সামাজিক খাতগুলোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি।

গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে চাল-গম বিতরণ করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ভিজিডি, ভিজিএফ সহ ৮২টি খাতে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ সব কর্মসূচির আওতায় আমরা উপকারভোগীর সংখ্যা এবং সাহায্যের পরিমাণ দুটোই বাড়িয়েছি। নিম্নআয়ভোগীদের সুবিধার্থে ওএমএস, ফেয়ার প্রাইস কার্ড ও রেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে মঙ্গা বিতাড়িত করেছি। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির বাস্তবায়ন আবার শুরু করেছি। প্রতি ইঞ্চি কৃষি জমি আবাদ করাকে উৎসাহিত করছি।

সিভিল সার্জন এবং জেলা-উপজেলা হাসপাতালগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ,

আজ আপনাদের জন্য আনন্দের দিন। সরকারের জন্যও নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার দিন। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিভিল সার্জনদের জন্য গাড়ী অত্যন্ত প্রয়োজন। আজ এ প্রয়োজনটা মেটানো হচ্ছে। আজ থেকে দেশের ৬৪টি জেলার সিভিল সার্জনই উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। সেখানে কর্মরত চিকিৎসকদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে পারবেন। আশা করি, এখন থেকে জনগণ আর অভিযোগ করবেন না যে, জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়নে চিকিৎসক অনুপস্থিত। তাহলে এর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জনকেই নিতে হবে।

আমরা দুই বছরে বিভিন্ন হাসপাতালে ২১৩টি এম্বুলেন্স দিয়েছি। আজকের আটটি এম্বুলেন্স এর অতিরিক্ত। শীঘ্রই আরো ৩৬টি এম্বুলেন্স দেয়া হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব সরকারী হাসপাতালে পর্যাপ্ত এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে। এর মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে আনা নিশ্চিত হবে। আমরা প্রথমবারের মত ১০টি নৌ এম্বুলেন্স সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছি।

চিকিৎসকবৃন্দ,

চিকিৎসা একটি মহৎ পেশা। এখানে মানবিক দায়িত্ব অনেক বেশি। আমি জানি, আপনারা এ ব্যাপারে সচেতন আছেন। বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আহবানে আপনারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় দুই মাসে ৮ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা দিয়েছেন। এই জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, এ ধরনের স্বেচ্ছা জনসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন।

আপনাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রোগী বা তাদের আত্মীয়-স্বজনরা আপনাদেরকে ত্রাতা মনে করে। সর্বোচ্চ পেশাগত নিষ্ঠা ও দক্ষতার মাধ্যমেই কেবল সে শ্রদ্ধার প্রতিদান সম্ভব। আপনারা আপনাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে এ পর্যায়ে এসেছেন। এতে আপনাদের অভিভাবকদের খরচ আছে। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছে এ দেশের জনগণ। তাই জনগণকে সেবা দেয়াই আপনাদের প্রধান ব্রত হওয়া উচিত।

সুধিমন্ডলী,

এ দুই বছরে আমরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, ক্রীড়া সহ প্রতিটি খাতেই ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এ পর্যন্ত ২ লাখ ২১ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করেছি। নতুন করে ১৪০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। আরো ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। চট্টগ্রামে কর্নফুলি সেতু, বরিশালে শহীদ সেরনিয়াবাত সেতু, ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু এবং সুলতানা কামাল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। যানজট নিরসনে ঢাকায় একাধিক ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ন্যাশন্যাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে তিনটি জেলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। আমরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন করেছি। আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিশ্বে অনন্য প্রশংসা কুড়িয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়াও দ্রুত এগুচ্ছে।

আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ সৃষ্টি করা। যা আজো পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। সেই লক্ষ্য অর্জনে আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করছি। আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করবো। আসুন, সেই লক্ষ্য অর্জনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে আত্মনিয়োগ করি। যাতে বাংলাদেশ ২০২১ সালে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। বিশ্বসভায় সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ  নিয়ে চলতে পারে। এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......